শিক্ষা যেখানে মানসিক উৎকর্ষ অভিমুখে শীলন ঘটাবে সেখানে জোট সরকারের কথিত একমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনের জানালা বন্ধ করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে। আর এই একমুখী শিক্ষাই ছিল ২০০৫ সালে শিক্ষাঙ্গনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। বছরের ঠিক সময়ে মাধ্যমিক স্তরের একমুখী শিক্ষা আন্দোলনের মুখে সরকার স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। বছর জুড়েই শিক্ষাঙ্গনে অস্থির, হানাহানি লেগেই ছিল। খুনখারাপি হয়েছে বেশ কিছু। বেশির ভাগ সময় ছিল কার্যত অচল। বিরোধী ছাত্র সংগঠনসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের হামলা হয়েছে বার বার। বছরের বেশির ভাগ সময় অনির্ধারিত বন্ধ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রগতিশীল শিক্ষকদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে বার বার। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় ও আত্মীয়করণই পেয়েছে প্রাধান্য। সরকারের বিরুদ্ধে ১৭৯ বেসরকারী শিক্ষক রিট আবেদন করেছেন, যা নজিরবিহীন ঘটনা। বিসিএসের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে ফাঁস হয় এ বছর। মৌলবাদীদের তৎপরতাও ছিল অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবারই তাদের অবস্থান জানান দিয়েছে।এছাড়া জেএমবি আতঙ্কে ছিল দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলার হুমকি ছিল নিত্যঘটনা। তবে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকদের জয় হয় এই বছরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে এবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নীল ও গোলাপী দল জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে

অস্থির শিক্ষাঙ্গন

২০০৫

২০০৫ সালের শুরুটাই হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে। ৪ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে কিছু বখাটে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও বিষয়টি নিয়ে বেশ সমালোচিত হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লিটন নামে এক ছাত্রদল নেতা প্রাণ হারান। ১০ জানুয়ারি ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে সিরাজ নামে এক ছাত্র মারা যায়। একদিন পরেই দাবিদাওয়া নিয়ে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুর করে ছাত্ররা। ১৬ জানুয়ারি তিন পুলিশ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগের এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। এতে আন্দোলনের মুখে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। প্রকাশ্যে ক্ষমা চায় পুলিশ। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বোমা হামলা হয়। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী আহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র মার্কেটিং বিভাগের হুমায়ুন কবীর হলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মার্চের মাঝামাঝিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের আবেশে তিন শিবিরকর্মী গোপনে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে উত্তম মধ্যম খায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে

মাশতাক আহমেদ

সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের বিশ-পঁচিশজন আহত হয়। ১০ এপ্রিল পাবলিক লাইব্রেরীতে বোমা ফাটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে অর্ধ শতাধিক আহত হয়। ২৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রীরা প্রো-ভিসি, প্রক্টর ও প্রভোস্টকে ঘণ্টা আটকে রাখে। ২৮ এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে শতাধিক আহত হয়। ৩১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগসহ সকল বিরোধী ছাত্র সংগঠনের ওপর ছাত্রদল ক্যাডাররা হামলা চালায়।

জুন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাদের হয় ২৩টি কক্ষ। ... সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুঃখ ঘটনাকে ...

১৯ জুন বারো লাখ টাকা ছিনতাই করতে গিয়ে ঢাকা কলেজের ছাত্রদল নেতা রুহুলসহ তিনজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ২৩ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিতারা পারভীন আমেরিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। ৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়। ১৪ জুলাই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রদল নেতা লিটন মারা যায়। আগস্টের

২০ ডিসেম্বর ভর্তি ফরম নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

নিয়োগ কেলেঙ্কারি

নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেলেঙ্কারির শেষ ছিল না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই গণহারে নিয়োগ

বছরের শেষদিকে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ মিছিল করেন

প্রথম সপ্তাহে শাহবাগ মোড় থেকে ছাত্রদল নেতা মোস্তাফিজুর ইসলাম মামুন, ডগ শিশির ও ডাল আশরাফ র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হয়। ৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ছাত্রীদের সন্ধ্যার পর বাইরে না যাওয়ার জন্য জেএমবি চিঠি দেয়। অন্যথায় বোমা হামলা করে হল উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। একই দিন কার্জন হলও বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। ১৯ ডিসেম্বর বিকল্প ধারা নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারীকে জেএমবি হত্যার হুমকি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকসহ আর কয়েক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়।

হয়েছে কেলেঙ্কারির মাধ্যমে। মেধাকে বাদ দিয়ে দলীয় ভিত্তিতেই নিয়োগ হয়েছে বেশি। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় সবখানেই দলীয়ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগ হয়েছে বিশেষ ভবনের নাম ভাঙিয়ে। বছরটিতে বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা। এখন থেকে বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষক হতে হলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ফার্স্ট ক্লাসের বিস্ফোরণ ঘটেছে। অনিয়মের মাধ্যমে মাস্টার্সে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পান, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে রেকর্ড।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা ধর্মঘট পর্যন্ত করেছেন। সেখানে এই কারণে বেশ কয়েকদিন বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। ৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে এক সঙ্গে সাত শিক্ষককে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয়ভিত্তিতে। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন তাপস শিক্ষক অবসরে যান। অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ৪ শিবির নেতাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় সিন্ডিকেট। ১৭ ডিসেম্বর ঢাবির মার্কেটিং বিভাগে ছয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় দলীয়ভিত্তিতে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চিত্র ছিল একই। অন্যান্য বারের মতো এই বছরে অনুষ্ঠিত ২৭তম বিসিএস পরীক্ষাটিও অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে গেলেও পিএসসি কর্তৃপক্ষ এসব বিষয় আমলে না নিয়ে ফল প্রকাশ করেছে। পিএসসি অধীনস্থ উপজেলা নির্বাচন কমিশনার নিয়োগটি ছিল সবচেয়ে বেশি সমালোচিত নিয়োগ। প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রদল ও শিবির কর্মীকে দলীয়ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

একমুখী শিক্ষা

প্রযুক্তির যুগে যেখানে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, সেখানে গত বছরে মাধ্যমিক স্তরে মান্ধাতা আমলের একমুখী শিক্ষা চালুর ঘোষণা দেয় জোট সরকার। সেখানে ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান করা হয় সঙ্কুচিত। এ নিয়ে দুর্বার আন্দোলন শুরু হলে বছরের ঠিক শেষ সময়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বিতর্কিত একমুখী শিক্ষা স্থগিত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করলেও মাধ্যমিক স্তরের বহুমুখী শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নজিরবিহীন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও মার্চের আগে বই হাতে পাবে না মাধ্যমিক স্তরের লাখ লাখ শিক্ষার্থী। জানুয়ারির মধ্যে বই পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

অন্যদিকে একমুখী শিক্ষা স্থগিত হলেও লুটপাট হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা। একমুখী শিক্ষার বিরোধিতাকারীরা বলছেন, সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষামন্ত্রীসহ কিছু ব্যক্তি কোটি কোটি টাকা লুটপাট করার জন্যই বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিতর্কিত একমুখী শিক্ষা চালু করতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের মুখে একমুখী শিক্ষা চালু করা না গেলেও তাঁরা ইতোমধ্যে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে নিয়েছেন। এজন্য তাঁরা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। অন্যথায় নিজেরাই গণকমিশন গঠন করে শিক্ষা নিয়ে এ দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরবে।

পাঠ্যপুস্তক সমস্যা

পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে এবারও ইতিহাস বিকৃতি করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে এবারও তুলনামূলক উপস্থাপন করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক কালো বাজারে বিক্রি হচ্ছে হরদম। এবার সবচেয়ে ভয়াবহ পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটে ভুগছে মাধ্যমিক স্তর, বিশেষ করে নবম শ্রেণীর লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষাবর্ষ শুরুর শেষ সময়ে এসে একমুখী শিক্ষার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়ায় নবম শ্রেণীর পুরনো পদ্ধতির বই নিয়ে চরম সঙ্কট দেখা দেবে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের আগে বই পায় কিনা তা নিয়েও অনেকে শঙ্কিত।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে গত বছরটি ছিল আলোচনায়। তবে অযোগ্য সাত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ থাকলেও শেষ সময়ে জামায়াত নেতা সাঈদীসহ আরও কয়েকজনের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেয়া নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মঞ্জুরি কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখা হয়েছে। কমিশন একের পর এক তাল তাল কাজের সুপারিশ করলেও সরকার তা বাস্তবায়ন করছে না। কমিশন বছরের শেষ সময়ে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আফতাব আহমাদ ও কেলেঙ্কারি

গত বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদ ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা কর্মকর্তার যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে সারাদেশেই সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। একই সঙ্গে বাংলা একাডেমী থেকে জিয়াউর রহমানের জীবনী লেখার নামে আফতাব আহমাদের ... লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনাটিও ছিল আলোচিত ঘটনা। এসব কারণে শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের তিলক মাথায় নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় হলেন অধ্যাপক আফতাব। আফতাব আহমাদের আমলে প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির চরম সীমায় পৌঁছে। তাঁর প্রায় দেড় হাজারের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে দুর্নীতি করে। নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা, দলীয় ও আত্মীয় পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে।

শিক্ষক আন্দোলন

বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরো বছরটিতেই শিক্ষকরা ছিলেন আন্দোলনে। প্রতিটি শিক্ষক সংগঠনই দাবিদাওয়া নিয়ে মিছিল মিটিং করেছে। প্রতীকী ঘর, বাজারের খালি ব্যাগ হাতে মিছিল করেছেন তাঁরা। এমনকি আইএলও মহাপরিচালক পর্যন্ত স্মারকলিপি দিয়েছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে বেসরকারী শিক্ষকরা সারা বছরই মাঠে ছিলেন। লাগাতার ধর্মঘট, আমরণ অনশন পর্যন্ত করেছে। তবে এবার শিক্ষক আন্দোলনের সবচেয়ে সাফল্য ছিল একমুখী শিক্ষা স্থগিত করা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখের নেতৃত্বে এই প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা বাতিলের আন্দোলন চরম আকারে পৌঁছলে সরকার একমুখী শিক্ষা এক বছরের জন্য স্থগিত করে দেয়। ... কারণে বেতন ভাতা বন্ধ করে দেয়ায় এবার ১৭৯ বেসরকারী শিক্ষক সরকারের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করে ...